দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 01 DEC 2018
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এসএসসি ফরম পূরণে অতিরিক্ত টাকা আদায়

■ ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি ও বিজয়নগর সংবাদদাতা

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজয়নগরে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের ফরম পূরণে অতিরিক্ত টাকা আদায়ের অভিযোগ উঠেছে। আবার অতিরিক্ত টাকা আদায়ের কোনো রসিদ দেওয়া হচ্ছে না। এতে করে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মাঝে তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। এসব ঘটনায় শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা অভিযোগ প্রদান করেছে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে। উপজেলায় মোট ২৫টি উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের মধ্যে বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অতিরিক্ত টাকা নিয়ে ফরম পূরণ করা হয়েছে। সরকারিভাবে বোর্ডের নির্দেশনানুযায়ী এসএসসি পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে ফরম পূরণে প্রত্যেক বিষয়ে ফি ৮০ টাকা, ব্যবহারিক পরীক্ষার ফি ৩০ টাকা, একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট ফি ৩৫ টাকা, মূল সনদ ফি ১০০ টাকা, বয়েজ ও গার্লস গাইড ফি ১৫ টাকা, জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ফি ৫ টাকা ও কেন্দ্র ফি ৩০০ টাকাসহ বিজ্ঞান বিভাগে ১৪৮৫ টাকা ,মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় ১৩৮৫ টাকা ফি নির্ধারণ করা হয়। এ নির্দেশনা অমান্য করে উপজেলার প্রায় সব স্কুলে ফরম পূরণে কোচিং ফি'র ও বিভিন্ন দোহাই দিয়ে ৩ হাজার থেকে ৪ হাজার টাকা করে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে হাতিয়ে নিয়েছে।

উপজেলার দাউদপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে টেস্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের কাছ থেকে ৪৩০০ টাকা এবং এক বিষয় বা একাধিক বিষয়ে অকৃতকার্যদের কাছ থেকে জরিমানাসহ ৫৩০০ টাকা থেকে ৯ হাজার টাকা পর্যন্ত নেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। আর এই অতিরিক্ত টাকা দিতে ব্যর্থ হয়ে দাউদপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের পরীক্ষার্থী সাকিল ও আতিকুর রহমানের বাবা হাবিবুর রহমান ও মোঃ মতিউর রহমান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে অভিযোগ দেন। ভুক্তভোগী হাবিবুর রহমান জানান, আমরা গরিব মানুষ, আমার ছেলের ফরম পূরণের সময় প্রধান শিক্ষককে নানা অনুনয় বিনয় করে জরিমানাসহ ৫ হাজার ৩ শত ৭৫ টাকা দিয়ে ফরম পূরণ করেছি। পরে ইউএনও কাছে অভিযোগ দিলে তিনি ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন।

> 'বোর্ড নির্ধারিত টাকার অতিরিক্ত নেওয়া হলে প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা'

দাউদপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাপ্রভু সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে অপারগতা প্রকাশ করেন। চাওরা কবি ছানাউল হক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ ইয়াছিন মিয়া বলেন, অতিরিক্ত টাকা নেয়নি অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে ফরম পূরণের ২ হাজার টাকার সঙ্গে কোচিং ফির জন্য ১ হাজার টাকা নেওয়া হচ্ছে। তবে কিছু পরীক্ষার্থীর বেতন বকেয়া থাকায় ৩৫০০/ ৪০০০ টাকা নেওয়া হতে পারে। পাঁচগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক দেলোয়ার হোসেন বলেন, আমরা নির্ধারিত ১৮শ টাকার সঙ্গে ২ মাস কোচিং করার শর্তে ১ হাজার টাকার কোচিং ফি নিয়েছি। মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আল মামুন বলেন, বোর্ডের নির্ধারিত টাকার বাইরে অতিরিক্ত টাকার নেওয়া হলে প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আক্তার উন নেছা শিউলি জানান, অভিযোগ পেয়েছি, তবে সরকারের নির্ধারিত টাকার বেশি নেওয়ার সুযোগ নেই। তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।